দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

বিএ-তে ইংরেজী চালুর সমস্যা

এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শীঘ্রই বিএ ১ম বর্ষে ছাত্র ভর্তি শুরু হবে।

বিএ-তে ইংরেজী চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ হিসেবে চলতি সন থেকেই উক্ত বর্ষে ইংরেজী চালুর কথা। বিলম্বে হলেও আমাদের ডিগ্রী ক্লাসে যারা পড়বে, তারা লাভবান হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে বিএ ও এমএ-তে ইংরেজী ঐচ্ছিক থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ দু'টি শ্রেণীতে ইংরেজী পড়তে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে, তখন থেকে ১শ' ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বাংলায় ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করে আসছে। এমনকি অনার্স কোর্স তারা বাংলায় সমাপন করছে।

প্রাথমিক থেকে আইএ পর্যন্ত বহুকাল ধরে বাধ্যতামূলক থাকলেও সঠিকভাবে ইংরেজী শিক্ষা না দেয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা মোটেই লাভবান হচ্ছে না। যদি সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়া হতো, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রী ইংরেজীতে নিয়ে খুশী মনে ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করে বিভিন্ন গৌরব অর্জনে সমর্থ হতো।

বলা বাহুল্য, '৩৯ সন থেকে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা বিলোপ করা হলেও আইএ থেকে এমএ পর্যন্ত শুধু বাংলা সাহিত্য ছাড়া আর সব বিষয়ে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা চালু ছিল।

তখন দেখা যেতো, বহু ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী মাধ্যমে ডিগ্রী ও মাস্টার ডিগ্রী লাভ করে, আইসিএম, সিএসসি, বিসিএস, বিইএম ও ইপিসিএস দিয়ে দেশে ও বিদেশে গৌরব লাভে সমর্থ হতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু আজ ছাত্র-ছাত্রীরা ধিক্কার খাচ্ছে দেশে-বিদেশে; মোটে-মজুরের কাজ করছে, বড় বড় তথাকথিত ডিগ্রী লাভ করেও।

এখন কথা হচ্ছে, সময়কাল বিলম্ব না করে চলতি বিএ ক্লাসের ১ম বর্ষ থেকে বিএ চালু করতেই হবে। তবে, সিলেবাস নিয়ে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

দেশে স্বাধীনতা-পূর্ব ও বিভাগ-পূর্ব ইংরেজী কারিকুলাম ও সিলেবাস আছে। তাই, এ সিলেবাস চালু করার কোন অসুবিধা নেই। যদি সিলেবাস নিয়ে টানাহেঁচরা করা হয়, তবে আর একটি বছর চলে যাবে অকারণে ও ছাত্র-ছাত্রীদের চরম ক্ষতি হবে।

তবে আসল কথা হচ্ছে, ইংরেজী শিক্ষকের। যারা আজকাল কলেজে পড়াচ্ছে তাদের বড় বড় ডিগ্রী রয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সঠিক জ্ঞান নেই ইংরেজী বিষয়ে।

এসব শিক্ষক যদি মনেপ্রাণে ইংরেজী শিখে, শিক্ষাদান কাজে নিয়োজিত হয়, তবে তারা শিক্ষাদান কার্য ভালভাবে চালিয়ে যেতে পারবে। কারণ, তাদের অনেকেরই মেধা রয়েছে।

আসল কথা হচ্ছে, গোড়ার দিকে ইংরেজী নেই। প্রাইমারীতে বর্ণমালাও শিক্ষা দেয়া হয় না। উচ্চ বিদ্যালয়ে মুখস্ত ও নকলের তোরে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু কিছু ইংরেজী শিখে থাকে। উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১শ' ভাগের কোন জ্ঞান নেই। তাহলে তারা কিভাবে ইংরেজী শিখাবে?

শুধু বিএ-তে ইংরেজী চালু করলে চলবে না, গোড়ার দিক পাকাপোক্ত করতে হবে। বৃটিশ আমলে নিচু ক্লাসের ছাত্ররাও ইংরেজী চিঠি ও রচনা লিখতে ও পড়তে পারতো। কিন্তু আর আজ এমএ এমনকি বিসিএস দিয়ে দিয়েও ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখতে পারছে না।

আমরা মনে করি, ৫ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এমই স্কুলের ধাঁচে বিদ্যালয় চালু করে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করলে উচ্চস্তরের ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সাফল্যমণ্ডিত হবে। শুধু উচ্চস্তরে ইংরেজী চালু রেখে নিম্নস্তরে ফাঁকা রাখলে কস্মিনকালেও কোন সুফল বর্তিবে না। বরং এটা হবে গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার শামিল।

মোটকথা, এবার বিএ-তে ইংরেজী চালু করে গোড়ার দিক ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেই উচ্চস্তরে ইংরেজী চালুর সুফল বর্তিবে, সন্দেহ নেই।

—এম এ কশীর,
শেরপুর, সিলেট।